ইউনিট ৭

নাগরিকতা

ভূমিকা

মানুষ সমাজে বাস করে। সমাজে বাস করা তার সহজাত প্রবৃত্তি। শাব্দিক অর্থে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলে। পৌরনীতিতে নাগরিক শব্দের বিশেষ অর্থ রয়েছে। একটি রাষ্ট্রের সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যে পরিচিতি, মর্যাদা, অধিকার পেয়ে থাকে তাকে নাগরিকতা বলে। অতএব বলা যায়, নাগরিকতা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির অর্জিত পরিচিতি, গুণাবলি, সম্মান ও অধিকার। নাগরিক যদি যথাযথভাবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে তাহলে তার নাগরিকতার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, "সেই ব্যক্তি নাগরিক যে কোন রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, রাষ্ট্র প্রদত্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে।"

বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : নাগরিকতা ও নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি।
পাঠ-২ : নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য।
পাঠ-৩ : সুনাগরিকের গুণাবলি।
পাঠ-৪ : দ্বৈত নাগরিকতা, নাগরিকতার বিলোপ এবং নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক।

পাঠ–১ : নাগরিকতা ও নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- নাগরিকতার সংজ্ঞা বলতে পারবেন ।
- নাগরিকতা কি ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন ।

নাগরিকতার সংজ্ঞা

জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে নাগরিকতার সংজ্ঞা বৃদ্ধি পেয়েছে । এখন নাগরিকতা নগরকে কেন্দ্র করে সংজ্ঞায়িত হয় না, জাতীয় রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে হয় । যেমন- বাংলাদেশের নাগরিক, ভারতের নাগরিক । বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন সময়ে নাগরিকের সংজ্ঞা দিয়েছেন । অধ্যাপক লাস্কির ভাষায়, "জনকল্যাণের নিমিত্তে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন অভিমতের প্রয়োগই হলো নাগরিকতা ।"

কেলসনের ভাষায়, "কোন রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির সম্মান ও পদমর্যাদাই নাগরিকতা ।"

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভ্যাটেল এর মতে, "নাগরিক হচ্ছে রাজনৈতিক সমাজের সেসব সদস্য যারা উক্ত সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকে এবং সে সমাজ থেকে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভের অধিকারী হয় । আধুনিক নাগরিকতার ধারণায় নাগরিকের সংজ্ঞা থেকে নাগরিকতার চারটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় । (ক) রাষ্ট্রের সদস্য হতে হয়, (খ) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়, (গ) রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হয়, (ঘ) সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে হয় ।

নাগরিকতা অর্জনের দুটি পদ্ধতি রয়েছে–

(ক) জন্মসূত্রে নাগরিক, (খ) অনুমোদনসূত্রে নাগরিক ।

জন্মসূত্রে নাগরিককে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ।

১ । জন্মনীতি, ২ । জন্মস্থান নীতি ।

(ক) জন্মসূত্রে নাগরিক

১ । জন্মনীতি : সন্তান যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন পিতা-মাতার নাগরিকত্বের দ্বারা সন্তানের নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয় । অর্থাৎ পিতা-মাতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক, সন্তান সে রাষ্ট্রের নাগরিক বলে বিবেচিত হবে । অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্ক ও রক্তের বন্ধনের উপর ভিত্তি করে জন্মনীতি গড়ে ওঠে । যেমন- বাংলাদেশের নাগরিক যদি জাপানে জন্মগ্রহণ করে তবে সে এ নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশী নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে । চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স, জাপান, যুক্তরাজ্য, ইতালি, অষ্ট্রেলিয়া এ নীতি অনুসরণ করে । অর্থাৎ নাগরিক যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, রক্তের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয় । এক কথায় বোঝা যায়, এ নীতি অনুযায়ী পিতা-মাতার নাগরিকত্বই সন্তানের নাগরিকত্ব ।

২ । জন্মস্থান নীতি : এ নীতি নির্ধারিত হয় জন্মস্থানের উপর ভিত্তি করে । সন্তান যে স্থান জন্মগ্রহণ করবে তার উপর ভিত্তি করে নাগরিকতা নির্ধারিত হবে । যেমন- ব্রিটিশ নাগরিকের সন্তান আমেরিকায় অথবা আমেরিকার পতাকাবাহী কোন জাহাজে জন্মগ্রহণ করলে সে আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করবে । আমেরিকায় এ নীতি অনুসরণ করা হয় । অর্থাৎ জন্মস্থান নীতিতে পিতা-মাতার নাগরিকতা অনুযায়ী সন্তানের নাগরিকত্ব নির্ধারণ করা হয় না ।

(খ) অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জন

১। অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে অর্জন করা যায়। এসব শর্ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপে হয়। এ ধরনের নাগরিকতা অর্জনকে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা বলে। নিম্নে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের উপাদান আলোচনা করা হলো–

(ক) যে রাষ্ট্রের নাগরিক হতে ইচ্ছুক সে রাষ্ট্রে বিবাহ করতে হবে।

(খ) কোন রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে।

(গ) সরকারি চাকরি লাভ করতে হয়।

(ঘ) সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে হয়।

(ঙ) সচ্চরিত্রবান হতে হয়।

(চ) জমি বা কোন স্থাবর সম্পত্তি অর্জন করতে হয়।

(ছ) সে দেশের ভাষা জানতে হয়।

(জ) নিয়ম অনুযায়ী বৈধ হয়।

অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ করতে হলে কোন বিদেশীকে উক্ত বা এক বা একাধিক শর্ত সাপেক্ষে রাষ্ট্রের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে। আবেদন অনুমোদন হলে আবেদনকারী ব্যক্তি সে রাষ্ট্রের নাগরিক বলে গণ্য হবে। অনুমোদন সূত্রে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রভেদে শর্তের পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

যেমন– যুক্তরাজ্যে পাঁচ বছর, সুইজারল্যাণ্ড, মেক্সিকো ও আর্জেন্টিনায় দুই বছর এবং ফ্রান্সে দশ বছর বৈধ ও স্থায়ীভাবে বসবাস করলে উক্ত রাষ্ট্রসমূহ যে কোন আবেদনকারী ব্যক্তিকে তাদের স্ব-স্ব রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব প্রদান করে থাকে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব পেতে হলে আবেদনকারীকে অবশ্যই ইংরেজি ভাষা জানতে হবে। বাংলাদেশে অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব লাভ করতে হলে আবেদনকারী ব্যক্তিকে সচ্চরিত্রবান হতে হয়।

সারসংক্ষেপ

পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। পৌরনীতিতে নাগরিক শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলে। তবে, বর্তমান জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে 'নাগরিকতা' শব্দটির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক অর্থে নাগরিকতা বলতে, যে ব্যক্তি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে, রাষ্ট্রের নিয়মকানুন মেনে চলে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক। নাগরিকতা দুই ভাবে অর্জন করা যায়– জন্মসূত্রে ও অনুমোদন সূত্রে। জন্মসূত্রে নাগরিকতা আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়– জন্মনীতি ও জন্মস্থান নীতি। অনুমোদন সূত্রে নাগরিকতা অর্জন করতে হলে কতগুলো শর্ত পালনের মধ্যদিয়ে নাগরিকতা অর্জন করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নাগরিকতার সংজ্ঞা কে দিয়েছেন?

(ক) অধ্যাপক লাস্কী (খ) হবস

গ) জন লক (ঘ) রুশো

২। নাগরিক কাকে বলে?

(ক) যে সামাজিক অধিকার ভোগ করে।

(খ) যে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে

গ) যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে

ঘ) যে ধর্মীয় অধিকার ভোগ করে।

৩। নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি কয়টি?

(ক) তিনটি (খ) চারটি

গ) দুইটি (ঘ) একটি

৪। নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কোন নীতি অনুসরণ করে?

(ক) জন্মস্থান (খ) জন্মসূত্র ও অনুমোদন সূত্র

গ) জন্মনীতি (ঘ) জন্মস্থান নীতি

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। নাগরিকতা বলতে কি বুঝায় ?

২। রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ কি?

৩। নাগরিক বলতে কি বুঝায়?

৪। নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি কয়টি ও কি কি?

৫। জন্মস্থান নীতি কোন কোন দেশে অনুসরণ করা হয়?

(ক) উত্তরমালা

১।(ক), ২।(গ), ৩।(গ), ৪।(গ)।

(খ) এক কথায় উত্তর

১। নাগরিকতা বলতে রাষ্ট্রের হিসেবে নাগরিকের মর্যাদাকে বুঝায়।

২। সুনাগরিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

৩। রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে ব্যক্তির পরিচয় বুঝায়।

৪। দুটি।জন্মনীতি ও জন্মস্থান নীতি।

৫। বিটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

পাঠ-২ : নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- অধিকারের সংজ্ঞা বলতে পারবেন ।
- অধিকার কত প্রকার ও কি কি বর্ণনা করতে পারবেন ।
- নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

অধিকার ও কর্তব্য

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য আলোচনা পৌরনীতির অন্যতম আলোচ্য বিষয় । কেননা পৌরনীতি 'নাগরিকতা' বিষয়ক বিজ্ঞান । অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই একজন নাগরিক পূর্ণাঙ্গরূপ বিকশিত হয় । অধিকারের মাত্রা এবং কর্তব্য পালনের দ্বারা একটি দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বরূপ লাভ করা যায় । তাই নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ।

অধিকারের সংজ্ঞা : কোন ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত ইচ্ছেমত কাজ করার ক্ষমতাকে অধিকার বলে । অধিকার কথাটি সামাজিক চেতনাবোধ থেকে উদ্ভূত । অধিকার শব্দের অর্থ দাবি ।

পৌরবিজ্ঞানে অধিকার বলতে রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত জনকল্যাণমূলক কিছু মৌলিক সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায়, যা ব্যতীত ব্যক্তি জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয় । অধিকার অর্থ যথেচ্ছা নয়, কারণ যথেচ্ছার সভ্য সমাজে কখনও গ্রহণীয় নয় । অধিকার সম্পর্কে অধ্যাপক হারল্ড লাস্কি বলেছেন, "অধিকার সমাজ বহির্ভূত বা সমাজ নিরপেক্ষ কিছু নয়, সমাজ ভিত্তিক সামাজিক কল্যাণের মধ্যেই অধিকারের তাৎপর্য নিহিত ।"

তিনি আরো বলেছেন, "অধিকার হচ্ছে সমাজ জীবনের সে সব সুযোগ-সুবিধা যা ব্যতীত ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে অক্ষম ।" টি. এইচ গ্রিন বলেন, "অধিকার হচ্ছে সেসব বাহ্যিক অবস্থা যা মানসিক পরিপুষ্টি সাধন করে থাকে ।"

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ

অধিকার বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে । নিম্নে বিভিন্ন ধরনের অধিকারের বর্ণনা দেয়া হলো :

১ । **নৈতিক অধিকার :** নৈতিক অধিকার বলতে সমাজের নৈতিকতা ও ন্যায়বোধ থেকে উদ্ভুত অধিকারকে বোঝায় । যেমন ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান, দুঃস্থকে সাহায্য করা, অসুস্থকে সাহায্য করার অধিকার ইত্যাদি । নৈতিক অধিকারে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থাকে না । মানুষের বিচার বুদ্ধি, ন্যায় বোধ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল । এ অধিকার ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে না । তবে নৈতিক অধিকারের পিছনে সমাজের সমর্থন রয়েছে । নৈতিক অধিকার ব্যক্তি ও সমাজ ভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে ।

২ । **আইনগত অধিকার :** আইনগত অধিকার বলতে বোঝায় যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বা অনুমোদিত । এর পিছনে রয়েছে রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব । এরূপ অধিকার ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র শাস্তির বিধান করে । যেমন জীবধারণের অধিকার, সম্পত্তি লাভের অধিকার, পেশা গ্রহণের অধিকার ইত্যাদি । বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র সহ সকল দেশে এ অধিকার দেয়া হয়েছে । আইনগত অধিকার সার্বজনীন । আইনগত অধিকারকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়–

ক.**সামাজিক অধিকার :** যে সকল অধিকার সভ্য সমাজে বাস করার জন্য প্রয়োজন তাকে সামাজিক অধিকার বলে । যেমন : জীবন ধারণের অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, সম্পত্তি রক্ষার অধিকার ইত্যাদি ।

খ. **অর্থনৈতিক অধিকার :** অর্থনৈতিক অধিকার বলতে সেই সব সুযোগ সুবিধাকে বোঝায়, যা দ্বারা কোন ব্যক্তি তার অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা খুঁজে পায় । অর্থনৈতিক অধিকার বর্তমানকালে একটি স্বীকৃত

আইনগত অধিকার। যেমন : কর্মের অধিকার, ন্যায্য মজুরির অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, পেশা পছন্দের অধিকার। অর্থনৈতিক অধিকার হচ্ছে রাজনৈতিক অধিকারের পূর্বশর্ত।

গ. **রাজনৈতিক অধিকার** : রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নাগরিকগণ যে অধিকার ভোগ করে তাকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। রাজনৈতিক অধিকার যেমন–ভোট দানের অধিকার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার, বসবাস করার অধিকার, সরকারি চাকুরি লাভের অধিকার ইত্যাদি। রাষ্ট্র নাগরিকদের জন্য এ অধিকারগুলো সংরক্ষণ করে থাকে। রাজনৈতিক অধিকার নাগরিকের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

ঘ. **ধর্মীয় অধিকার** : ধর্মীয় অধিকার বলতে প্রত্যেক নাগরিকের পছন্দ অনুযায়ী ধর্ম গ্রহণ, ধর্ম চর্চা এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের অধিকারকে বোঝায়। রাষ্ট্র এবং কোন ব্যক্তি কর্তৃক হস্তক্ষেপমুক্ত হয়ে ধর্মাচরণের অধিকারই ধর্মীয় অধিকার।

ঙ. **সাংস্কৃতিক অধিকার** : সাংস্কৃতিক অধিকার হচ্ছে– নিজস্ব ভাষা, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, পোশাক-পরিচ্ছদ ধ্যান-ধারণার বিকাশ ও সংরক্ষণের অধিকার। জাতি, ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক জাতির রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতি নিয়ে রাষ্ট্র তার নিজস্ব মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে ওঠে।

চ. **ব্যক্তিক অধিকার** : ব্যক্তিক অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষ এ অধিকার প্রকৃতি থেকে পেয়ে থাকে। এ অধিকার ব্যতীত মানুষ সুস্থ জীবন-যাপন করতে পারে না। যেমন : জীবন ধারণের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার মানুষের ব্যক্তিক অধিকার। ব্যক্তিক অধিকার ব্যতীত কোন নাগরিক, তার ব্যক্তি সত্তার যথাযথ বিকাশ ঘটাতে পারে না।

নাগরিকের কর্তব্য

কর্তব্য বলতে নাগরিকের দায়িত্ব বোঝায়। নাগরিকগণ যেমন রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্যও রয়েছে। রাষ্ট্র যেমন নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার দান করে, তেমনি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য আইন মেনে চলা, কর প্রদান করা ইত্যাদি। বস্তুত রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পরায়ন ব্যক্তিই সুনাগরিক। নাগরিকের কর্তব্য পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে কোন নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা কর্তব্য পালনের মধ্যেই নিহিত। সুসভ্য, সুস্থ, প্রগতিশীল ও উন্নত সমাজ বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সৃষ্টি মূলত নাগরিকের সচেতন কর্তব্যবোধের ওপরই নির্ভরশীল। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "আমার নিরাপত্তার অধিকারের মধ্যে অপরের অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে আক্রমণ না করার কর্তব্য নিহিত।"

নাগরিক কর্তব্য দুই ভাগে বিভক্ত। যথা–

(ক) নৈতিক কর্তব্য (খ) আইনগত কর্তব্য।

(ক) **নৈতিক কর্তব্য** : নাগরিকের বিবেক ও ন্যায়বোধ হতে নৈতিক কর্তব্যের জন্ম। নাগরিকগণ স্বকীয় বিবেচনা অনুমায়ী যে কাজ করণীয় বলে মনে করে এবং সম্পাদন করে তাকে নৈতিক কর্তব্য বলে। যেমন: ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, রোগীর সেবা, শোকার্তকে সান্ত্বনা প্রদান, দুর্যোগ, মহামারী, বন্যা, খরা ও দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানো নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে, এসব কর্তব্য পালন না করলে কোন শাস্তি পেতে হয় না। মানুষ সামাজিক জীব যেমন, তেমনি নৈতিক জীবও। মানুষের মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটে নৈতিক কর্তব্য পালনের মধ্যে দিয়ে।

(খ) **আইনগত কর্তব্য** : রাষ্ট্রের আইন দ্বারা আরোপিত কাজকে আইনগত কর্তব্য বলে। যে কর্তব্য রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকের ওপর অর্পিত হয় এবং আইনের দ্বারা সেগুলো মেনে চলতে বাধ্য করা হয় তাকে, আইনগত

কর্তব্য বলে। যেমন: নির্বাচনে ভোটদান করা, আইন মেনে চলা, নিয়মিত কর প্রদান করা ইত্যাদি। আইনগত কর্তব্য সকলের জন্য অবশ্য পালনীয়।

আইনগত কর্তব্যের শ্রেণীবিভাগ

(১) **সামাজিক কর্তব্য :** সমাজ জীবনকে সুন্দর ও উন্নত করার জন্য সমাজের প্রতি মানুষের অফুরন্ত কর্তব্য বিদ্যমান। সামাজিক অনুষ্ঠান গঠন, পরিচালনা, সন্তানদের শিক্ষিত ও মানুষ করে তোলা, সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি মেনে চলা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা সামাজিক কর্তব্য।

(২) **রাজনৈতিক কর্তব্য :** সুষ্ঠু রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নাগরিকের অনেক রাজনৈতিক কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন– রাষ্ট্র প্রণীত আইন মেনে চলা, সততার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা, নিজ নিজ পেশার প্রতি দায়িত্ববান হওয়া ইত্যাদি।

(৩) **অর্থনৈতিক কর্তব্য :** উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণ করা প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্তব্য। নিয়মিত খাজনা ও কর প্রদান করা, শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ করা, সততার সাথে দায়িত্ব পালন করা, প্রয়োজনে বিনা পারিশ্রমিকে রাষ্ট্রের সেবা করা অর্থনৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

(৪) **পরিবারের প্রতি কর্তব্য :** পরিবারের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য কাজ করা নাগরিকের পরিবারের প্রতি কর্তব্য। সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা, পরিবারের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি পালন এবং পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষা করা নাগরিকের পারিবারিক কর্তব্য।

(৫) **অন্যান্য কর্তব্য :** উপরিউক্ত কর্তব্য ছাড়াও নাগরিকের আরো অনেক কর্তব্য আছে। যেমন- শহর বা নগরের উন্নতিতে উদ্যোগ গ্রহণ, অন্যের সাথে সহযোগিতা সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা, প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য এগিয়ে আসা ইত্যাদি।

অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক

অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এ দুটোর অবস্থান পাশাপাশি। অধিকার ভোগ করতে হলে কর্তব্য পালন করতে হয়। নাগরিকগণ নিজ নিজ অধিকারের বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করে। অধিকার উপভোগ ও কর্তব্য পালনের মধ্যেই নাগরিক জীবনের পূর্ণতা। একমাত্র কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার উপভোগ করা যায়। নিম্নে অধিকার ও কর্তব্য পালনের কয়েকটি দিক আলোচনা করা হলো :

ক. **একজনের কর্তব্য দ্বারা অন্য জনের অধিকার সংরক্ষিত :** একজনের কর্তব্য পালনের মধ্যে অন্যের অধিকার উপভোগ সুনিশ্চিত হয়। আমার যেমন অধিকার আছে সম্পত্তি ভোগের তেমনি কর্তব্য আছে অন্যের সম্পত্তির ওপর হস্তক্ষেপ না করা। আমার যেমন নিরপেক্ষ থাকার অধিকার আছে তেমনি কর্তব্য হল অন্যের জীবনের নিরাপত্তা পথে বাধা সৃষ্টি না করা। তাই অধিকার ও কর্তব্যকে বিচ্ছিন্নভাবে কল্পনা করা যায় না। অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক।

খ. **অধিকার ও কর্তব্য যেন একই মুদ্রার দুটি পিঠ :** অধিকার বলতে কর্তব্য বোঝায়। কারণ অধিকার ভোগ করতে হলে কর্তব্য পালন করতে হয়। সুতরাং প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার এক একটি নাগরিক কর্তব্য। যেমন–ভোটাধিকার বলতে ভোটাধিকার সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগের দায়িত্বকে বোঝায়।

গ. **রাষ্ট্র ও নাগরিক :** রাষ্ট্র সকল অধিকারের উৎস। ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য রাষ্ট্র সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার সহ প্রয়োজনীয় সকল অধিকার প্রদান করে। পক্ষান্তরে, নাগরিকগণই পারে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত এবং সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করে রাষ্ট্রকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, অধিকার ও কর্তব্য

সম্পর্কযুক্ত । একটি ছাড়া অন্যটি অর্থহীন হয়ে পড়ে । তাই অধিকার ও কর্তব্যের সূত্র দিয়ে রাষ্ট্র ও নাগরিক গভীর সম্পর্কে বাঁধা । এজন্য বলা হয় "অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত ।"

ঘ. **উভয়ের উৎসস্থল সমাজ :** একজন নাগরিক জন্ম থেকে মুত্যু পর্যন্ত সমাজে বাস করে । সমাজ ব্যক্তিকে সঠিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে । আবার এসমাজ জীবনকে সুন্দর ও সুস্থ করে গড়ে তোলা নাগরিকের দায়িত্ব । তাই বলা যায়, অধিকার ও কর্তব্য উভয়ের উৎসস্থল সমাজ ।

উপসংহার বলা যায়, অধিকার ও কর্তব্য শাব্দিক দিক দিয়ে পৃথক হলেও এদের ভেতর গভীর সম্পর্ক বিরাজমান । এরা একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । এ দুটিকে একে অপর থেকে কোন ক্রমেই বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয় ।

সারসংক্ষেপ

নাগরিক অধিকার বলতে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত সুযোগ-সুবিধা বুঝায় । যে সুযোগ-সুবিধা ছাড়া ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করতে পারে না । রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অধিকার হচ্ছে নির্বাচনের অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, সামাজিক অধিকার হচ্ছে শিক্ষার অধিকার, খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসার অধিকার ধর্মাচরণের অধিকার ইত্যাদি । রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্যও রয়েছে । আইন মান্য করা, আনুগত্য প্রদর্শন করা, ভোটাধিকার প্রয়োগ করা । অধিকার কর্তব্য দ্বারা সীমাবদ্ধ । আবার কর্তব্য যেখানে সেখানে অধিকার আছেই । আসলে অধিকার ও কর্তব্য একই বিষয়ের দুটি দিক । অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক । একটি ব্যতীত অপরটি ভোগ করা যায় না । এজন্যই বলা হয়, অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অধিকার অর্থ কি?

(ক) যা খুশি তাই করা
(খ) ইচ্ছানুযায়ী কিছু করার ক্ষমতা
(গ) অপরের কাজে হস্তক্ষেপ না করা
(ঘ) ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল শত ।

২। অধিকারের সংজ্ঞা কে দিয়েছেন?

(ক) জনলক
(খ) আব্রাহাম লিংকন
(গ) হবস
(ঘ) অধ্যাপক লাস্কি

৩। কোনটি রাজনৈতিক অধিকার?

(ক) শিক্ষা লাভের অধিকার
(খ) স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার অধিকার
(গ) মতামত প্রকাশের অধিকার
(ঘ) ন্যায্য মজুরি পাওয়ার অধিকার

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। সাধারণভাবে অধিকার বলতে কি বুঝায়?

২। রাজনৈতিক অধিকার বলতে কি বুঝায়?

৩। ধর্মীয় অধিকার কি?

৪। অধিকার ও কর্তব্য কোথা হতে সৃষ্টি?

উত্তরমালা

(ক) ১। (ঘ), ২। (খ), ৩। (গ)

(খ) ১। ইচ্ছানুযায়ী কিছু করার ক্ষমতা বোঝায় ।

২। রাজনৈতিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ ও মতামত প্রকাশের সুযোগকে বোঝায় ।

৩। নিজ নিজ ধর্মচর্চা ও ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা বোঝায় ।

৪। অধিকার ও কর্তব্য সমাজ থেকে সৃষ্ট ।

পাঠ-৩ : সুনাগরিকের গুণাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- সুনাগরিক কাকে বলে বলতে পারবেন ।
- সুনাগরিকের গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবেন ।

ভূমিকা

সুনাগরিক একটি দেশের জাতীয় সম্পদ । যে দেশে সুনাগরিকের সংখ্যা যত বেশি সে দেশ তত বেশি উন্নত । সুনাগরিক বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য চিন্তা করেন এবং প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করেন ।

সুনাগরিকের গুণাবলি

লর্ড ব্রাইসের মতে– সুনাগরিকের প্রধানত তিনটি গুণ রয়েছে –

১ । **বুদ্ধি :** সুনাগরিকের প্রধান গুণ হচ্ছে বুদ্ধি । কারণ একজন বুদ্ধিমান নাগরিক দেশের সম্পদ । কারণ বুদ্ধিমান নাগরিকই একমাত্র সব সমস্যার সমাধান করতে পারে । বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত নাগরিক ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জনমত গঠন করা সম্ভব নয় । সুতরাং 'বুদ্ধি' ও সচেতনতা সুনাগরিকের শ্রেষ্ঠ গুণ । শিক্ষার মাধ্যমেই কেবলমাত্র বুদ্ধিমত্তার বিকাশ সাধন সম্ভব । আর এ দায়িত্ব পালন করবে সরকার ও সচেতন জনগণ । আধুনিক গণতান্ত্রিক সরকারের সফলতা নির্ভর করে নাগরিকের বুদ্ধিমত্তার উপরে ।

২ । **আত্মসংযম :** আত্মসংযম সুনাগরিকের শ্রেষ্ঠ গুণাবলি । প্রতিটি ব্যক্তির সংযমী হওয়া উচিত । কারণ আত্মসংযমী ব্যক্তিই যে কোন রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর । ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অপরের মতামত সহ্য করার মত সংযম অবশ্যই প্রত্যেক নাগরিকের অর্জন করতে হবে । এই মহৎ গুণ নাগরিককে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে নিজেকে বিসর্জন দেয়ার অনুপ্রেরণা যোগায় । গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আত্মসংযম একটি অপরিহার্য শর্ত । নিজেই শ্রেষ্ঠ, অপরের মতামতের কোন মূল্য নেই, এটা মনে করা সংকীর্ণতা । রাজনৈতিক দলে নিজের মতামতের পাশাপাশি অন্যের মতকেও গুরুত্ব দিতে হবে । আর এ গ্রহণ ও শ্রদ্ধাকে আত্মসংযম বলা হয় । আত্মসংযমী ব্যক্তি জীবনে সমৃদ্ধি, কল্যাণ ও সুনাম বয়ে নিয়ে আসে, তেমনি জাতির জীবনেও আসে সফলতা । আত্মসংযমী জাতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি ।

৩ । **বিবেক :** বিবেক হচ্ছে সুনাগরিকের মৌলিক সত্তা । বিবেকের জন্যই সুনাগরিক তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে । নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অধিকার উপভোগ করার শিক্ষাই বিবেকের শিক্ষা । কোন কাজ করা উচিত এবং কোনটা করা উচিত নয় তা বিবেকবান নাগরিক মাত্রই বুঝতে পারে । কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে নাগরিকের কেবল বিবেককেই পরিচালিত করতে হবে । সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সময়নিষ্ঠা জাগ্রত বিবেকের ফসল । বিবেকবান নাগরিক রাষ্ট্রের শক্তি ।

এতিনটি গুণছাড়াও সুনাগরিকের আরও কিছু গুণাবলি রয়েছে । যেমন : বড়দের শ্রদ্ধা করা, কাউকে ছোট না করা, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হওয়া, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সচেতন থাকা, শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতার প্রতি অনুরাগী হওয়া, সাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া । নিজ সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার ও সংবিধান সম্পর্কে সচেতন থাকা স্বাধীন মনোভাব পোষণ করা ইত্যাদি ।

সারসংক্ষেপ

সুনাগরিক দেশের সম্পদ। সুনাগরিক ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। সুনাগরিক হতে হলে প্রধানত তিনটি গুণের অবশ্যই প্রয়োজন। এ তিনটি গুণ হচ্ছে বুদ্ধি, বিবেক ও আত্মসংযম। নাগরিকদের অবশ্যই বুদ্ধিমান, বিবেকসম্পন্ন ও আত্মসংযমী হতে হবে। কারণ সুনাগরিকই পারে দেশকে উন্নতির শিখরে আরোহণ করাতে। তাছাড়া সুনাগরিকের আরও কিছু মৌলিক গুণ দরকার। যেমন, রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করা, সংবেদনশীল হওয়া, নিজ ধর্ম পালন করা, স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা, সত্য ও নিষ্ঠার অধিকারী হওয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। লর্ড ব্রাইস সুনাগরিকের কয়টি গুনাবলির কথা বলেছেন?

(ক) ৪টি (খ) ৫টি

(গ) ২টি (ঘ) ৩টি

২। সুনাগরিকের গুণ কোনটি?

(ক) সচেতনতা (খ) বুদ্ধি

(গ) ত্যাগ (ঘ) আত্মত্যাগ

(খ) এক কথায় উত্তর দিন

১। সুনাগরিক বলতে কোন ব্যক্তিকে বুঝায়?

২। বিবেক কাকে বলে?

৩। আত্মসংযমী নাগরিক কাকে বলে?

উত্তরমালা

১। (ঘ) ২। (খ)

এক কথায় উত্তর।

১। যিনি রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য চিন্তা করেন এবং কর্তব্য পালন করেন।

২। নিজের চিন্তা ও কাজের ভাল-মন্দ সম্পর্কে ব্যক্তির জ্ঞানকে বিবেক বলে।

৩। রাগ, ক্ষোভ ও লোভমুক্ত থেকে ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন যিনি।

পাঠ-৪ : দ্বৈত নাগরিকতা, নাগরিকতার বিলোপ এবং নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- দ্বৈত নাগরিকতা বলতে পারবেন ।
- নাগরিকতার বিলোপ সর্ম্পকে ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- নাগরিক ও রাষ্ট্রের সর্ম্পক বর্ণনা করতে পারবেন ।

দ্বৈত নাগরিকতা

একজন মানুষের দুই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব প্রাপ্তিকে দ্বিনাগরিকত্ব বলে । জন্মনীতি ও জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী নাগরিকত্ব অর্জন করা যায় । বর্তমান কালে অনেক রাষ্ট্র জন্মস্থান নীতি ও জন্মনীতি এ উভয়ই নীতি অনুসরণ করে । আবার কোন কোন দেশ কেবল জন্মনীতি বা জন্মস্থান নীতি অনুসরণ করে । ফলে দ্বি-নাগরিকত্ব সমস্যার উদ্ভব হয় ।

দ্বি-নাগরিকত্ব অর্থ হচ্ছে, জন্মনীতি ও জন্মস্থান নীতি এ উভয় নীতি অনুযায়ী নাগরিকত্ব লাভ করা । উদাহরণ স্বরূপ ফ্রান্সের কোন দম্পতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালীন সন্তান জন্ম দিলেন । সে সন্তান ফ্রান্সের আইনানুযায়ী ফ্রান্সের নাগরিকতা লাভ করবে । কারণ ফ্রান্স জন্মনীতি অনুসরণ করে । আবার সে শিশু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করবে । কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মস্থান নীতি অনুসরণ করা হয় ।

এভাবে দ্বি-নাগরিকত্ব সমস্যার উদ্ভব ঘটে ।

দ্বৈত নাগরিকতার বিলোপ : দ্বৈত নাগরিকত্বের সমস্যা দেখা দিলে শিশুটি বয়:বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় । সে শিশু বয়স্ক হলে সে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন একটি দেশের নাগরিকতা লাভ করবে । অর্থাৎ সে শিশু যে রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করতে চাইবে, সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করবে ।

নাগরিকতার বিলোপ

নাগরিকতা অর্জনের যেমন অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে তেমন বিলোপেরও কারণ রয়েছে । যেমন–

১ । যদি কোন নাগরিক স্বেচ্ছায় অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, আর তার রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করে সে ক্ষেত্রে তার পূর্ব নাগরিকত্ব লোপ পায় ।

২ । যদি কোন নাগরিক তার নিজ রাষ্ট্র হতে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার নাগরিকত্ব লোপ পাবে ।

৩ । যদি কোন স্ত্রীলোক অন্য রাষ্ট্রের পুরুষকে বিবাহ করে তাহলে উক্ত স্ত্রীলোকটি নিজ দেশের নাগরিকত্ব হারায় এবং তার স্বামীর দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করে । তবে জাপানি কোন স্ত্রীলোককে অন্য কোন রাষ্ট্রের পুরুষ বিবাহ করলে তাকে জাপানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে হয় । ফলে ঐ পুরুষ নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব হারাতে পারে ।

৪ । যদি কোন নাগরিক বিদেশী কোন রাষ্ট্রের সরকারি চাকরি গ্রহণ করে বা সেনাবাহিনীতে যোগদান করে কিংবা কোন উপাধি গ্রহণ করে তাহলে তার নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বিলোপ হবে ।

৫ । রাষ্ট্র কোন কারণে কোন নাগরিককে বিতাড়িত করলে বিতাড়িত নাগরিক নাগরিকত্ব হারায় ।

৬ । উগ্র জাতীয়তা বোধের কারণে কোন দেশের সরকার সেই দেশের কোন সম্প্রদায়ের লোককে দেশ থেকে বিতাড়িত করলে তারা ঐ দেশের নাগরিকত্ব হারায় ।

৭। যুদ্ধে জয়-পরাজয় ও রাষ্ট্রে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব লোপ পেতে পারে। কোন বিজয়ী রাষ্ট্র যদি বিজিত রাষ্ট্রের কোন অংশ দখল করে, আনুষ্ঠানিকভাবে নিজ দেশের সংগে সংযুক্ত করে, তাহলে দখলকৃত এলাকার অধিবাসীগণের তাদের পূর্ব রাষ্ট্রের নাগরিকতার বিলোপ ঘটে।

৮। জন্মস্থান ও জন্মনীতি অনুযায়ী কোন পিতা–মাতার সন্তান দ্বিনাগরিকত্ব লাভ করতে পারে। কিন্তু বয়োপ্রাপ্ত হয়ে সে একটি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বর্জন করলে উক্ত রাষ্ট্রে তার নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হয়।

৯। কোন সামরিক কর্মকর্তা বা কর্মচারী সেনাবাহিনী থেকে পলায়ন করলে অথবা গুরুতর অপরাধ করলে নাগরিকত্ব বিলোপ হতে পারে। এভাবে বহু কারণে নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হতে পারে।

নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক

নাগরিক ও রাষ্ট্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সুপ্রাচীন কাল হতে নাগরিকের সঙ্গে রাষ্ট্রের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তবে কালের পরিবর্তে রাষ্ট্র ও নাগরিকত্বের সাংগঠনিক রূপেও পরিবর্তন ঘটেছে। এরিস্টটল বলেছেন, "নাগরিক জীবনের বহুমুখী প্রয়োজনে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে এবং উন্নত জীবন বিধানের লক্ষ্যে টিকে রয়েছে।" নাগরিক ও রাষ্ট্রের ধারণা সমসাময়িক। প্রাচীন কালে নগরকে কেন্দ্র করে নাগরিকতা বিবেচনা করা হত। কিন্তু বর্তমান কালে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে নাগরিকতা নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে না বরং জাতীয় রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে নাগরিকতা নির্ধারিত হয়।

নাগরিকদের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। নাগরিকদের সকল চাহিদা, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রয়োজন রাষ্ট্র মিটিয়ে থাকে। রাষ্ট্রের মাধ্যমে নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন হয়।

রাষ্ট্র যে উদ্দেশ্য গড়ে উঠেছে তার বাস্তবায়ন নাগরিকদের সক্রিয় সহযোগিতায় সম্ভব। রাষ্ট্র নাগরিকদের বন্ধু, পথ প্রদর্শক। রাষ্ট্র সবসময় নাগরিকদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে।

নাগরিকগণ মেধা, মনন ও যোগ্যতা দিয়ে রাষ্ট্রকে উন্নত রূপে গড়ে তোলে। তাই রাষ্ট্রের বিকাশের ক্ষেত্রে নাগরিকদের মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করে এবং উন্নত জীবন গড়ে তোলার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

নাগরিকগণ তাদের জীবন রাষ্ট্রর মধ্যেই অতিবাহিত করে। তাদের জীবনের সব কাজ রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পন্ন করে। রাষ্ট্র নাগরিকদের নিরাপত্তা দান করে। রাষ্ট্র সব সময়ই নাগরিকদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে বহু কর্মসূচি গ্রহণ করে। রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকদের যথেষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। দেশকে রক্ষার ক্ষেত্রেও নাগরিকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে সমাজ সজাগ দৃষ্টি রাখে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন হয়, তখন নাগরিকবৃন্দ রাষ্ট্রের আহবানে তাদের জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধা বোধ করে না।

সারসংক্ষেপ

নাগরিকতার ক্ষেত্রে দ্বি-নাগরিকত্ব অনুসরণ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে জন্মস্থান নীতি ও জন্মনীতি একই সময়ে মেনে চলার কারণে দ্বৈত নাগরিকতার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সন্তান বড় হয়ে যে কোন একটি নাগরিকতা গ্রহণ করতে পারে। নাগরিকতা যে ভাবে অর্জন করা যায়, সেভাবে বিলোপও করা যায়। কেউ স্বেচ্ছায় নাগরিকতা বর্জন করতে পারে আবার যুদ্ধে হয়– পরাজয়ের কারণে ও নাগরিকতা বিলুপ্ত হতে পারে। রাষ্ট্রের সংগে ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। অন্যদিকে রাষ্ট্রও নাগরিকদের কল্যাণ করে। নাগরিকদের কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। সুতরাং রাষ্ট্র ও নাগরিক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে ফ্রান্স কোন নীতি মেনে চলে?

(ক) জন্মনীতি (খ) জন্মস্থান নীতি

(গ) জন্মসূত্র (ঘ) জন্মসূত্র ও অনুমোদনসূত্র

২। নাগরিকতা অর্জনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন নীতি মেনে চলে?

(ক) জন্মস্থান নীতি (খ) জন্মনীতি

(গ) জন্মস্থান নীতি ও জন্মনীতি (ঘ) জন্মসূত্র ও অনুমোদনসূত্র

৩। কি কারণে নাগরিকতা বিলুপ্ত হয়?

(ক) অন্য রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে যোগদান করলে

(খ) সরকারের বিরোধিতা করলে

(গ) জমিজমা বিক্রয় করলে

(ঘ) অন্য রাষ্ট্রে বসবাস করলে

(ক) উত্তরমালা

১। (ক), ২। (ক), ৩। (ক)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

(ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। নাগরিকতা কি?

২। নাগরিকতা কাকে বলে?

৩। নাগরিকতা অর্জনে জন্মস্থান নীতি কি?

৪। অধিকার বলতে কি বুঝায়?

৫। রাজনৈতিক অধিকার বলতে কি বুঝেন।

৬। ব্যক্তিগত অধিকার কি?

৭। নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য কি?

৮। সুনাগরিক কাকে বলে?

৯। আত্মসংংযম কি?

১০। দ্বৈত নাগরিকতা কি?

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। নাগরিকতার অর্থ কি? নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা দিন?

২। অধিকারের সংজ্ঞা দিন। নাগরিকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আলোচনা করুন।

৩। কর্তব্য কি? অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৪। সুনাগরিকের গুণাবলি আলোচনা করুন।

৫। নাগরিকতা বিলোপের কারনগুলোর বিবরণ দিন।

৬। নাগরিক ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক আলোচনা করুন।